ভোরের কাগজ

11 APR 2004

মুন্সীগঞ্জে পরীক্ষা দেখতে গিয়ে ৩ শিক্ষককে শাস্তি দিলেন প্রতিমন্ত্রী

মোশাররফ বাবলু : হলের ভেতর তল্লাশিকালে পরীক্ষার্থীদের কাছে নকল পাওয়ায় একজন শিক্ষককে বহিষ্কার ও দুই জন শিক্ষককে লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লার কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনকালে পরীক্ষার্থীদের কাছে নকল পাওয়া গেলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন শিক্ষকদের এই দণ্ড দেয়। পরিদর্শনকালে টয়লেট থেকে উদ্ধার করা বই নিয়ে কেন্দ্র সচিবকে অভিযুক্ত করলে সচিবকে মন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে দেখা গেছে। তবে কেন্দ্র সচিব বলেন, আগের চাইতে অনেক নকল কমে গেছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন গতকাল মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার কলিমউল্লাহ কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তখনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়নি। ১০টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি। পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন স্লিপ পূরণে ব্যস্ত। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী চুপচাপ কেন্দ্রের একটি কক্ষে ঢুকে গেলেন। পরীক্ষার্থীদের ১ মিনিট সময় দিয়ে নকলের কাগজ ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং অনেকের দেহতল্লাশি করেন। ছাত্ররা নকলের কাগজ মেঝেয় ফেলে দেয়। মন্ত্রী এ ব্যাপারে ছাত্রদের ক্ষমা করে দেন ঠিকই কিন্তু ছাত্র কিভাবে হলে নকল নিয়ে এলো এ জন্য ফিরোজ আলম নামে একজন শিক্ষককে বহিষ্কার করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদুর রহমান ঐ শিক্ষককে বহিষ্কার করেন।

পাশের কক্ষে গিয়েও মন্ত্রী পরীক্ষার্থীদের কাছে নকল থাকলে তা ফেলে দেওয়ার জন্য বলেন। দুএকজন পরীক্ষার্থীর কাছে নকল পাওয়া যায়। এজন্য মন্ত্রী শফিকুল ইসলাম ও আল আমিন নামে দুই জন শিক্ষককে লঘু দণ্ড দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী টয়লেটে গিয়ে বই উদ্ধার করেন। এই বইয়ের জন্য কেন্দ্র সচিব মোঃ শওকত আলীকে অভিযুক্ত করা হলে সচিব মন্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সচিব বলেন, হল গেটে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেহতল্লাশি করে ভিতরে ঢোকানো হয়েছে।

কেন্দ্র ত্যাগ করার সময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেট ও কেন্দ্র সচিবকে নির্দেশ দেন আগামীদিনের পরীক্ষাগুলো আরো কঠোরভাবে নেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, হল গেটে অবশ্যই দেহতল্লাশি এবং নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কার করতে হবে।

এরপর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, চান্দিনার শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ কেন্দ্র, নিমসার উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র ও চৌদ্দগ্রামের মিয়ারবাজার লতিফুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী পরিদর্শনকালে কোনো কেন্দ্র থেকেই নকল উদ্ধার করতে পারেননি। কয়েকজন পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশির পরও নকল পাওয়া যায়নি। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দাউদকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শনকালে কেন্দ্র সচিব মোঃ মজিবুর রহমান বলেন, গত বছর এই কেন্দ্রে অনেক নকল হয়েছে। এবারে নকল নেই বললেই চলে। তবে গত ৪ দিনের পরীক্ষায় এ পর্যন্ত ৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে হল গেটে ৩ জন এবং হলের ভিতরে ৬ জনকে বহিষ্কার করা হয়। নকল কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্থানীয় কোনো রাজনৈতিক নেতাকর্মীর চাপ নেই। অভিভাবকরাও হল গেটের কাছে এবারে কম আসছেন। সর্বমহলের নকল প্রতিরোধ সোচ্চার বলেই এবারে নকল কম হচ্ছে।

চৌদ্দগ্রামের মিয়ারবাজার লতিফুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শনকালে পরীক্ষার্থীরা মন্ত্রীকে জানান, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে।

আহত পুলিশকে

১০ হাজার টাকা প্রদান

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন গতকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে আহত পুলিশ আবুল বাশারকে (৫৬৮), রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে দেখতে যান এবং মগদ ১০ হাজার টাকা চিকিৎসার জন্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার দিনে নোয়াখালীর সদর উপজেলার বাধেরহাট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় আবুল বাশার আহত হন। তবে এ ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ১৩ ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।